



রবিবাসরীয়

যাৱা এখন সন্মুখের দরজা খোলে তার
একদিন সবার আগেই আসবে!



সাধারণ কালের ২শে রবিবার

২০শে সেপ্টেম্বর ২০২০ - ৩রা আশ্বিন ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

প্রথম পাঠের ভূমিকা

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে বড় এক পার্থক্য রয়েছে; ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা আর মানুষ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি, যদিও মানুষ মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে, সে ঈশ্বরের একটি সৃষ্টি মাত্র আর স্রষ্টা নয়। তার জন্যেই বলতে গেলে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোনও প্রকার তুলনা চলে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ বারবার নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে, তাঁর উদ্দেশ্য বা কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মানুষ যে সর্বক্ষেত্রেই সীমিত - জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে, তার শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে। সে যে চিরজীবী নয়, তার যেমন রয়েছে জন্ম, তেমনি মৃত্যুও তার ক্ষেত্রে অনিবার্য। সে না চাইলেও তাকে এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মানুষ যদি নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেয় এবং ঈশ্বরের দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে, তাহলে ঈশ্বর তার সহায় হবেন।

আজকের প্রথম ও তৃতীয় পাঠ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করেন না। মানুষের চিন্তাভাবনা ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের মধ্যে আকাশ ও পাতাল পার্থক্য, এই কথাটি আমরা প্রথম পাঠে ঈশ্বরের মুখ থেকে শুনতে পাই। তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি প্রশ্ন করার ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের নেই। যেমন একটা পেন্সিল তার কর্তা যা আঁকছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না, কারণ কর্তা তো যা-ইচ্ছে তা আঁকতে পারে। তাই বলতে গেলে ঈশ্বরের ন্যায়-নীতি আমাদের বোধগম্য না-ও হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে প্রতিবাদ যদি করি, তাতে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না, আমরা নিজেদেরও ওপর ডেকে আনব অমঙ্গল। বরং আমরা যেন ঈশ্বরকে তাঁরই মতো গ্রহণ করি, তাঁকে শ্রদ্ধা করি!

প্রথম পাঠের ভূমিকা :

প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের ৪০ থেকে ৫৫ অধ্যায়গুলি যুদা বংশের মানুষদের বাবিলন নির্বাসনের সমাপ্তির কথা তুলে ধরে। এই নির্বাসনের শেষে তারা পরাধীনতার বাঁধন ছিন্ন করে বিশ্বস্ত আপনদেশে ফিরে আসবে। প্রবক্তার এই কথাগুলি বলা হচ্ছে, যাতে তাদের অন্তরে আশার আলো ফুটিয়ে তোলা যায়, আর তারা যেন আর নিরাশায় না ভোগে। ৫৫ অধ্যায় ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্যের কথা তুলে ধরে। ইস্রায়েল জাতির মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সন্ধির কথা ভুলে গিয়েছিল বলে তাদের ওপর নেমে এসেছিল এই নির্বাসন, যার জন্যে তাদের স্বাভাবিক জীবন ক্ষুন্ন হয়েছিল, তাদের শহর ধ্বংস হয়েছিল, তাদের পবিত্র জেরুসালেম মন্দির ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। তবে ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার জন্যে তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হল, তারা আপনদেশে ফিরে এসে নতুন করে তাদের জীবন গড়ে তুলবে। তাই প্রবক্তা ইস্রায়েলীয়দের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তারা যখন ঈশ্বরের নির্দেশ মতো পথ চলে, তখন তাদের জীবন প্রাচুর্যে ভরে উঠবে, কারণ ঈশ্বর তো মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করেন না। এখানে আমরা উত্তর খুঁজে পাই, কেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা ভাইরাস!

প্রথম পাঠ : প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ ৫৫. ৬-৯

ভগবান এই কথা বলেছেন : “এখন, ভগবানকে যতক্ষণ পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা-ই কর; তিনি যতক্ষণ কাছেই আছেন, ততক্ষণ তাঁকে ডাক তোমরা!

এখন দুর্জন ত্যাগ করুক তার পথ, অধার্মিক

তার যত অপভাবনা! তারা ভগবানের কাছে ফিরে আসুক; নিশ্চয়ই করুণা করবেন তিনি। ফিরে আসুক আমাদের ঈশ্বরেরই কাছে, কেন না ক্ষমাদানে তিনি যে উদার!”

ভগবান নিজেই তো এখন ঘোষণা করছেন : “আমার যত ভাবনা আর তোমাদের যত ভাবনা, সে তো এক নয়; আমার যত পথ আর তোমাদের যত পথ, তা-ও তো এক নয়! আকাশমণ্ডল যেমন পৃথিবীর উচ্ছেই রয়েছে, আমার যত পথ-ও তোমাদের যত পথের তুলনায় তেমনি উচ্চতর, আমার যত ভাবনা-ও তোমাদের যত ভাবনার তুলনায় তেমনি উচ্চতর।”

সামসঙ্গীত

১৪৫. ২-৩, ৮-৯, ১৭-১৮

ধূয়ো : প্রভুকে যারা ডাকে,

প্রভু তাদের কাছেই থাকেন অনুক্ষণ !

ওগো, প্রতিদিন প্রশস্তি করব তোমার,
নাম-কীর্তন করব তোমার চিরদিন চিরকাল।
ভগবান, আহা, কত মহীয়ান, কত না বন্দনীয়;
তঁার মহত্ত্ব, তার তো হয় না পরিমাপ!

ভগবান দয়াময়, করুণানিধান;
তিনি তো সহজে ক্রুদ্ধ হন না; মহা কৃপাশীল তিনি।
ভগবান সকলের ভাল ক'রে থাকেন;
তঁার সকল সৃষ্টির প্রতি ক গাময় তিনি।

ভগবানের সকল নীতি ন্যায়-ধর্মের নীতি;
তঁার প্রতিটি কাজ ক গার-ই কাজ।
ভগবানকে যারা ডাকে, অন্তর দিয়ে ডাকে,
তিনি তো তাদের সবার কাছে-কাছেই রয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা :

সাধু পল ফিলিপ্পীয়দের কাছে তাঁর ধর্মপত্র রচনা করেন রোম নগরের কারাগার থেকে (৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) অথবা এফেসাস থেকে (৫৬ খ্রীষ্টাব্দে)। আমরা জানি, সাধু পল অনেক দেরীতেই ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু

তঁার খ্রীষ্টপ্রেম ও উদ্দীপনা, মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্যে কঠিন পরিশ্রম কোনও মতেই অন্য শিষ্যদের তুলনায় কম ছিল না। ফিলিপ্পি ছিল মাসিডোনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টমণ্ডলী, যাকে আমরা ইউরোপের প্রথম খ্রীষ্টমণ্ডলী হিসাবে গণ্য করতে পারি। এখানকার মানুষদের ওপর রোমের প্রভাব অনেকখানি ছিল - তাদের রোমীয়দের কাছে কর দিত হত না, তাদের সংস্কৃতি অনেকখানি রোমীয়দের মতোই ছিল। সাধু পল কিন্তু তাদের মনে করিয়ে দিতেন যে, দীক্ষান্নানের পরে তারা সবাই হয়ে ওঠে স্বর্গের নাগরিক এবং রোমের নয়। পল কিন্তু তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর কাছে জীবিত থাকা ও মরে যাওয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই!

দ্বিতীয় পাঠ :

ফিলিপ্পীয় ১. ২০-২৪, ২৭

প্রিয়জনেরা, আমার এই একান্ত আশা ও ভরসাও রয়েছে যে, কোন-কিছুতেই লজ্জিত হতে হবে না আমায়। আমার অন্তরে থাকবে এমনই অদম্য সাহস, যার জন্যে খ্রীষ্টের মহাত্ম্য আমার এই আমি মध्ये এতদিন যেমন বরাবরই প্রকাশ পেয়েছে, আজও তেমনি প্রকাশ পাবে—তা আমার জীবনেই হোক, বা মৃত্যুতেই হোক! আসলে আমার কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রীষ্ট; আর মরে যাওয়া, সে তো একটা লাভ! এই মরদেহে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্য কিছু সফল কাজ করার সুযোগ পাই! সেইজন্যে কোনটা যে বেছে নেওয়া উচিত, তা ভেবে পাচ্ছি না! আমি এখন কী দোটানার মধ্যেই না রয়েছি : আমি তো যেতেই চাই, খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতেই চাই—কেন না এই তো শেষ, বহু গুণেই শেষ; অথচ আমার এই মরদেহ নিয়ে থাকাটা কিন্তু তোমাদের জন্যে আরও বেশী প্রয়োজনীয়! এখন তোমরা শুধু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের আদর্শেই জীবন যাপন করে যাও!

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয় !

হে পিতা, উন্মুক্ত কর আমাদের হৃদয়,
তোমার পুত্রের বাণী শুনি যেন মনপ্রাণ দিয়ে!

জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

পৃথিবীর সকল মানুষের পরিব্রাজনের জন্যে ঈশ্বরের সর্বদা দরজা খুলে রাখেন, যাতে দেবী হলেও যারা ঈশ্বরের কাছে শরণাপন্ন হয়, তারা তাঁর পরিব্রাজন থেকে কখনও বঞ্চিত না হয়। তাই ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার কখনও দেবী নেই। যারা তাঁর কাছে আসে - আগে বা পরে - তারা সবাই সমান মজুরি পায়, সবাইকে প্রতিশ্রুত মূল্যের মজুরি দেন তিনি। কেউ হয়তো সারা জীবন ঈশ্বরের সেবা করে আসছে আর কেউ হয়তো মাত্র মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে - এরা সবাই সমান ভাবে ঈশ্বরের দেওয়া স্বর্গীয় সুখ লাভ করবে। আজকের মঙ্গল সমাচার পাঠে যীশুর শোনানো উপমা-কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঈশ্বরের দয়া ও উদারতার কথা। আমরা যখনই তাঁর কাছে ফিরে আসি, তিনি আমাদের আপন করে নেন, এবং তার জন্যে প্রতিদান দেন। তবে অনেকে দেবী করে এসেও ঈশ্বরের দয়া লাভ করতে পারে।

মঙ্গলসমাচার :

মথি ২০. ১-১৬

যীশু একদিন তাঁর শিষ্যদের বললেন : “দেখ স্বর্গরাজ্য তো এই রকম : একবার এক জমিদার নিজের আঙুর-ক্ষেতে মজুর লাগাবার জন্যে খুব সকালে বেরিয়ে পড়েছিল। দিনমজুরি দেওয়া হবে একটা রুপোর টাকা, মজুরদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক’রে সে তার আঙুর-ক্ষেতে তাদের পাঠিয়ে দিল।

সকাল নটা নাগাদ সে আবার বেরিয়ে দেখল, বাজারের মধ্যে আরও কয়েকজন লোক বেকার দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের বলল : ‘ওহে, তোমরাও আমার আঙুর-ক্ষেতে কাজ করতে যাও; আমি তোমাদের ন্যায্য মজুরিই দেব!’ তখন তারাও কাজ করতে গেল। তারপর সে একবার দুপুরবেলায়, আর একবার বেলা তিনটের সময় বেরিয়েও তাই করল।

শেষে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে সে দেখতে পেল, আরও কয়েকজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের বলল : ‘তোমরা এখানে সারাদিন বেকার দাঁড়িয়ে থাকছ কেন?’ তারা উত্তর দিল : ‘কেউ তো আমাদের কোন কাজে লাগায়নি।’

সে তখন বলল : ‘বেশ, তোমরাও আমার আঙুর-ক্ষেতে কাজ করতে যাও!’

তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন আঙুর-ক্ষেতের এই মালিক তার নায়েবকে বলল : ‘এবার মজুরদের ডাক; শেষের দল থেকে সুরু ক’রে প্রথম দল পর্যন্ত সকলেরই মজুরি মিটিয়ে দাও!’

যারা বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাজ সুরু করেছিল, তারা তখন এগিয়ে এল; তারা প্রত্যেকেই একটা ক’রে রুপোর টাকা পেল। যারা প্রথমে কাজ সুরু করেছিল, তারাও শেষে এগিয়ে এল। তারা তো ভাবছিল, তারা নিশ্চয় আরও বেশী পাবে; কিন্তু তারাও প্রত্যেকে একটা ক’রে রুপোর টাকাই পেল। তাদের টাকা নিয়ে তারা কিন্তু জমিদারের বিদ্বে নানা কথা বলতে লাগল। তারা বলল : ‘শেষ দলের ওই লোকগুলো তো মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে; আমরা কিন্তু সারাদিন চড়া রোদে-ই খেটে মরেছি! অথচ ওদের আর আমাদের আপনি কিনা একই পর্যায়ে ফেললেন!’

উত্তরে জমিদার তাদের একজনকে বলল : ‘বন্ধু, তোমার প্রতি আমি তো কোন অন্যায় করিনি! মজুরি হিসাবে তুমি একটা রুপোর টাকাই পাবে, আমার সঙ্গে তোমার কি এই কথা হয়নি? তাহলে তোমার যা পাওনা, তা-ই নিয়ে তুমি এখন চলে যাও। আমি ঠিক করেছি, যে-মজুরি তোমাকে দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই মজুরি দেব। যে-টাকা আমার, আমি কি তা নিয়ে যা-ইচ্ছে, তা-ই করতে পারি না? নাকি, আমার এই উদারতা দেখে তোমার হিংসে হচ্ছে?’

এরপর যীশু বললেন : ‘‘তেমনি ভাবে, যারা এখন রয়েছে সবার শেষে, তারা একদিন সবার আগেই আসবে, আর যারা এখন রয়েছে সবার আগে, তারা সেদিন যাবে সবার শেষে।’’

উপদেশের জন্যে টিকা :

আজকের উপাসনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের কাছে যা ন্যায়, তার চেয়ে ঢের গভীর ঈশ্বরের ন্যায়। বলতে গেলে, ঈশ্বরের দয়া, উদারতা ও ন্যায়ের কোনও তুলনা থাকে না। তিনি মানুষের মতো সবাইকে বিচার করেন না; যারা মানুষের চোখে পাপী ও ঈশ্বরের দয়া ও করুণা পাবার অযোগ্য, তাদেরও তিনি নিজের কাছে টেনে নেন, তারা

যখন তাঁর কাছে ফিরে আসতে চায়, তাঁর করুণা উপলব্ধি করতে চায়। আসলে ঈশ্বর আমাদের কাছে ভিত্তিতে প্রতিদান দেন না, বরং আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে রেখেই, উদার হয়ে আমাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

সাধু পলের কাছে জীবন ও মৃত্যুর সমান মূল্য ছিল, তাই তাঁর কাছে বেঁচে থাকার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করার প্রয়োজন ছিল না। এখানে আমরা দেখতে পারি, আমাদের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বর চিন্তা করতে পারেন, কারণ তিনি তো আমাদের জীবন নিয়ন্তা। আসলে পলের কাছে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনি শীঘ্রই প্রভু যীশুর সঙ্গে মিলিত হবেন। তিনি তো দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চোখের সামনে রোম নগরে মৃত্যুদণ্ড তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। তবে তিনি মনে করেন, তাঁর বেঁচে থাকা যদি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মনে আরও খ্রীষ্ট বিশ্বাসটিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, তার জন্যে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন। এই ভাবে সাধু পল ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাটি পূরণ করার জন্যে তৈরী থাকেন। তবে আমরা তাঁর কথা থেকে বুঝতে পারি, তিনি বেঁচে থাকা বা মৃত্যু নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামান না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে যা আশা করেন, তা পূর্ণ করার জন্যে তিনি প্রস্তুত। সাধু পল থেকে আমরা নিজেদের জীবনের জন্যে একটি শিক্ষা পেতে পারি : আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা যা-ই হোক না কেন, আমরা যেন সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হতে পারি, কারণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের সুখ ও শান্তি, আমাদের শাস্বত জীবন লাভ করার আশা!

বাইবেল বিশেষজ্ঞ দানিয়েল হ্যারিংটন আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে যীশুর শোনানো উপমা-কাহিনীকে ‘ভাল প্রভুর উপমা-কাহিনী’ বলে উল্লেখ করেন। এই উপমা-কাহিনী যীশুর এমন শত্রুদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যারা যীশু পাপী ও করগ্রাহকদের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার জন্যে তাঁর বিরোধিতা করছিল। এই কাহিনী কিন্তু শুধুমাত্র মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ পেয়েছে। যদিও আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের পাওনা কিছু থাকে না, তবুও তিনি প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী উদার

হাতে দান করতে থাকেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই উপমা-কাহিনীতে যীশু বলছেন যে, ঐশ্বর রাজ্য যেন এমন এক জমির মালিকের মতো যিনি সকালে ছ’টা সময় কয়েকজন কাজের লোককে নিজের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে এই বোঝাপোড়া করেছিলেন যে, তাদের মজুরি হিসাবে এক রূপো টাকা দেবেন। এরপর তিনি ন’টা সময় আর একটা দলকে কাজ করতে পাঠিয়ে দেন। আবার দুপুর বারোটায় আর একটা দল, দুপুর তিনটেয় আর একটা, আর শেষে দুপুর পাঁচটায়। দিনের শেষে সবাইকে একটা রূপোর টাকা মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়, তবে যারা সকাল থেকে কাজ করছিল, তারা মনে নিতে পারে না যে, তাদের ও যারা দুপুর পাঁচটা সময় কাজ করতে এসেছিল, একই মজুরি দেওয়া হয়।

আমাদের বুঝতে হবে যীশুর এই উপমা-কাহিনী শোনানোর কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রথমত, যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী দিয়ে সতর্ক করে দিতে চাইছেন। যীশু চান না তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিষ্য বলে কোনও বিশেষ সুযোগ না নেয়, কারণ তাঁরা তো প্রথমত মণ্ডলীর সদস্য। সবার সমান মূল্য ও অধিকার আছে, শিষ্যেরা মনে করতে পারেন না যে, অন্যদের তুলনায় তাঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে। যারা শেষে তাঁদের দলে যুক্ত হয়েছে, তাদেরও সেই একই স্থান থাকবে ও অধিকার।

দ্বিতীয়ত, এই উপমা-কাহিনী দিয়ে যীশু ইহুদীদেরও সতর্ক করে দিতে চান। মনোনীত জাতি হিসাবে ইহুদীরা অন্য জাতির মানুষদের ওপর অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলত, এবং তাদের উচিত সম্মান দিত না। যীশু তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিজাতীয় মানুষরাও যখন ঈশ্বরের ওপর একান্ত বিশ্বাস রাখে, তখন তারাও ইহুদীদের মতোই পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে। এই উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে যীশু ঈশ্বরের এমন উদারতার কথাই স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরছেন।

তৃতীয়ত, এই উপমা-কাহিনী পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরছে পাপী ও করগ্রাহকদের প্রতি যীশুর অপার দয়া ও করুণা। তিনি তো বলেইছিলেন, ‘আসলে, যা হারিয়ে গেছে, তা খুঁজতেই, তা উদ্ধার করতেই

মানবপুত্র এ জগতে এসেছে।' (লুক ১৯ঃ১০) আবার করগ্রাহক মথিকে তাঁর শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করার পর তিনি এই কথা ঘোষণা করেন, 'আসলে, আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহবান জানাতে এসেছি।' (মথি ৯ঃ১৩)

যীশুর এই উপমা-কাহিনী শুনে আমরা হয়তো ভাবতে পারি, ক্ষেতের মালিক কেন এমন ভাবে যাকে-তাকে যখন-তখন নিজের ক্ষেতে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। আসলে প্যালেস্টাইন দেশে আঙুর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পেকে যেত, আর সেই সময় বর্ষাকালও শুরু হয়ে যায়। তাই বৃষ্টি নামবার আগেই আঙুরের ফসল তুলে দেওয়া উচিত, নইলে আঙুর বর্ষায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ক্ষেতের মালিক যখন-তখন, যাকে পেয়েছেন তাকে নিজের ক্ষেতে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। সত্যি কথা হল, কয়েকজন মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, কারণ তারা তো এসেছিল সন্ধ্যা পাঁচটায়, কারণ ক্ষেতের মালিক কোনও ভাবে তাড়াতাড়ি ফসল তুলে নিতে চেয়েছিলেন। তাই পয়সা গেলেও তিনি তো আঙুরের ফসল তুলে নিলে বেঁচে যাবেন।

সত্যি কথা হল, আমরা যদি এই ঘটনা-স্থলে থাকতাম, তাহলে আমরাও ভাবতাম ক্ষেতের মালিক কিন্তু সবাইকে সমান মজুরি দিয়ে ঠিক করেননি। যারা সকাল ছ'টা থেকে কাজ করেছে আর যারা শুধুমাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, তাদের সবাইকে সমান মজুরি দিয়ে তিনি তো বলতে গেলে অন্যায় করছেন। তিনি হয়তো এই ভাবে করতে পারতেন : যারা শেষে এসেছিল, তাদের সেই সময়টুকুর জন্যে মজুরি দিতেন, এতে যারা সকাল থেকে কাজ করেছে, তাদের কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু সবাইকে সমান মজুরি দিয়ে, তিনি তো যারা শেষে এসেছিল তাদের খুব বেশী মজুরি দিচ্ছেন আর যারা সকাল থেকে কাজ করেছে, তাদের খুবই কম মজুরি দিচ্ছেন। হয়তো আমরা সবাই এই ভাবে এই ঘটনা নিয়ে ভাবব। এটা হল মানুষের চিন্তাধারা।

ঈশ্বর কিন্তু মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করেন না। প্রথম পাঠে তো আমরা শুনেছি ঈশ্বর ঘোষণা করছেন, তাঁর চিন্তাভাবনা মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে একেবারে আলাদা। আমরা যে-ভাবে

চিন্তাভাবনা করি, সেই ভাবে তো ঈশ্বর করেন না। ঈশ্বর চান সকলে যেন তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ লাভ করে, তা আগেই হোক বা পরেই হোক। তিনি চান, তারা যেন নিজের দেওয়া মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে, তাই তিনি কয়েকজনের তাদের কাজের ন্যায্য মজুরি থেকে বেশীই দিচ্ছেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যারা শেষে এসেছে তারাও যারা আগে এসেছে, তাদেরই মতো সমান মজুরি পাবার যোগ্য। আমরা সবাই ঈশ্বরের ক্ষেতে কাজ করার লোক, তাই আমরা খ্রীষ্টান বলে কোনও বিশেষ সুযোগ আশা করতে পারি না। অন্য ধর্মের মানুষও যখন ঈশ্বরের ওপর একান্ত বিশ্বাস রেখে, তাঁর কাছে শরণাপন্ন হয়, তখন তিনি তাদেরও আপন করে নেন, তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন তাঁর স্বর্গদ্বার।

আমরা স্মরণ করতে পারি প্রবক্তা যোনা ও নিনিভেবাসীদের কথা। ঈশ্বর যোনাকে প্রেরণ করেছিলেন, প্রবক্তা যেন সেখানে গিয়ে মনপরিবর্তনের বাণী ঘোষণা করেন। তাদের মন পরিবর্তনের জন্যে চল্লিশদিন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সবাই চটের কাপড় পরে, ছাই মেখে নিজেদের পাপের জন্যে অনুতাপ করে, উপবাস করে। তাই ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। তবে প্রবক্তা যোনা ঈশ্বরের এই কাজ হজম করতে পারেন না। তিনি চেয়েছিলেন, ঈশ্বর তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিন। ঈশ্বর তা করেননি বলে, যোনার ঈশ্বরের ওপর রাগ। পরে অবশ্য ঈশ্বর তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে, যখন মানুষ তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাদের ক্ষমা না করে পারেন না। ঠিক এই ভাবে আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে আমরা দেখতে পাই, যারা আগে কাজ করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা মনে করে তারা পূর্ব নির্ধারিত এক রূপো টাকার চেয়ে বেশী পাবে, যেহেতু যারা দেরীতে এসেছিল তারাও ঠিক এক রূপো টাকা পেয়েছিল।

মৃত্যু-শয্যায় থাকার সময় যাদের মনপরিবর্তন হয়েছে, তাদের অনেকের কথা আমাদের মনে থাকতে পারে। তাদের মধ্যে হয়তো সর্বপ্রথম হল সেই দস্যু যাকে যীশুর ক্রুশের পাশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তাকে যীশু বলেছিলেন, 'আমি

তোমাকে সতিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে অমৃতলোকে স্থান পাবে।' (লুক ২৩ঃ৪৩) তবে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে এক অনন্য মৃত্যু-শয্যায় মনপরিবর্তনের কাহিনী হল রোমীয় সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইনের, যাঁকে পরবর্তী কালে সাধু বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও তিনি মৃত্যুর অনেক বছর আগেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবুও মৃত্যু-শয্যায় দীক্ষান্নান গ্রহণ করেন, তা ঘটে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর একজন পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বিখ্যাত সাহিত্যিক, যিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের দয়া ও করুণা উপলব্ধি করে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন অস্কার উয়াইল্ড। তিনি ছিলেন নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, তবে তিনি লাগাম-ছাড়া জীবন যাপন করতেন। তিনি যা করতেন, তা দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও লজ্জা বোধ করতেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি ফাদার কুথবার্ট ডান-এর কাছ থেকে দীক্ষান্নাত হন এবং তৈললেপন গ্রহণ করেন। আজকের মঙ্গলসমাচারের কথায়, তিনি শেষ মুহূর্তে দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে প্রবেশ করেন, তবুও তিনি ঈশ্বরের দেওয়া স্বর্গসুখ লাভ করেন।

আজকের পাঠগুলি থেকে আমরা জীবনের জন্যে তিনটি শিক্ষা পেতে পারি : প্রথমত, আমরা যেন ঈশ্বরের আদর্শ মতো নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করি। যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল তাদেরও সুযোগ দিই। দ্বিতীয়ত, আমরা যেন ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকি। অনেক সময় আমরা জানি, তাঁর আশীর্বাদ পাবার অযোগ্য আমরা। তৃতীয়ত, আমরা যেন ঈশ্বরের মতো উদার হই! আমাদের অভাবগ্রস্ত ভাইবোনদের উদার হাতে সাহায্য করি, যে-ভাবে ঈশ্বরও আমাদের প্রতি উদার হন!

সার্বজনীন প্রার্থনা :

যাজক : পিতা পরমেশ্বর চান সকল জাতির মানুষ যেন তাঁর দেওয়া পরিব্রাজ আশ্বাদন করতে পারে, তাই তিনি সকলের জন্যে পরিব্রাজের দ্বার খুলে রাখেন। যে-কেউ তাঁর প্রতি শরণাপন্ন হয়, তাদের তিনি সম্মেহে কাছে টেনে নেন। তাই আসুন আমাদের করুণাময় উদার পিতার কাছে আমাদের সকল প্রার্থনা

ও আবেদন তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, হে দয়াময়, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর!

- ১। কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, পরম মঙ্গলময় পিতা যেন এই মণ্ডলীকে সর্বদা সুরক্ষিত রাখেন, যাতে এই মণ্ডলী যেন সকল জাতির মানুষদের পরিব্রাজের পথ হয়ে উঠতে পারে এবং ঈশ্বরের পুণ্য ইচ্ছা পূরণ করতে তৎপর হন। আসুন, তার জন্যে আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।
 - ২। খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচালকদের জন্যে, বিশেষ করে আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল ----, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কার্ডিনালদের, জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচনা করি, তাঁরা যেন প্রভু যীশুর আদর্শ সামনে রেখে সকল মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ডেকে আনেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৩। আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীনদুঃখী মানুষদের সাহায্য করতে ত্বর করেন, অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৪। যারা নানা দুরারোগ্য রোগে ভুগছে, যারা শয্যাশায়ী, যারা করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, তাদের সকলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। তারা সবাই যেন প্রভু যীশুর নিরাময় স্পর্শ পেতে পারে, যাতে রোগমুক্ত হয়ে সুখী জীবন যাপন করতে পারে। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৫। এখানে সমবেত ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রভু যীশুর আদর্শ অনুযায়ী পরম পিতার মতো সকলকে উদার চিন্তে কাছে টেনে নিই, এবং তাদের দুঃখ ও কষ্ট মোচন করতে প্রয়াসী হই। আসুন তার জন্যে প্রভুকে ডাকি।
- যাজক : হে মঙ্গলময় পিতা, তোমার এই অযোগ্য সন্তানদের প্রতি অসীম তোমার দয়া ও করুণা। অনুনয় করি তোমায়, আমরা যেন আমাদের জন্যে তোমার পুণ্য ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারি। তাঁরই পুণ্য নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।